কোর্টের বিপরীতে ১০, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের চেম্বারে বসে জানিয়েছেন যে ১৯৯৪ সাল থেকে তাঁকে এই রিমোট কন্ট্রোল পদ্ধতিতে অত্যাচার করা হচ্ছে। শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে তার কানের কাছে ফিস ফিস করে নোংরা গালিগালাজ করা হয়, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ফ্রীকোয়েন্সী বিম চার্জ করে তাঁর সারা শরীরে তাড়িতাহত হবার মত অবস্থা সৃষ্টি করা, মাথার মধ্যে বিস্ফোরণের মত শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করা ইত্যাদি এই অত্যাচারের অঙ্গ। শ্রী পাল ধীরে ধীরে শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, যদিও মানসিক ভাবে তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। কলকাতায় কিন্তু এই পাশবিক রিমোট কন্ট্রোলের অত্যাচার কোনদিন ছিল না, যেদিন সল্টলেকের ভাবা পরমাণু কেন্দ্রে গোপন পরিকল্পনা মাফিক ভারত মার্কিন যৌথ গবেষণার অঙ্গ হিসাবে এই কম্পিউটার বসে, সেদিন থেকেই শুরু হয় হয় অত্যাচার। বহু কলকাতা নিবাসী ব্যক্তিজীবনে এই অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেছেন। ১৯৯১ সালে ফলকাতা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতির আদেশে কলকাতার ভাবা পরমাণু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এক জন স্বার্থ মামলা বিচারের জন্য গৃহীত হয়। মামলার বিষয়বস্তু ছিল এই রকম যে, ভাবা পরমানু কেন্দ্রে একটা রিমোট কন্ট্রোল মেসিন বসানো হয়েছে যেটা দেখতে যাবার জন্য সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং ভাবা পরমাণু কেন্দ্রের নিয়োজিত কিছু মহিলা, এখানে দালালের ভূমিকায় নেমেছেন, ঐ মেশিন সংক্রান্ত সমস্ত কিছুই যেহেতু গোপনীয় তাই যে মহিলারা মেশিন দেখতে যাচ্ছে, তাদের একটা মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিতে হচ্ছে যে এই মেশিন সংক্রান্ত কোন কিছুই তারা বাইরে প্রকাশ করবে না। তারপর মেশিন দেখানোর পর যৌন উত্তেজক ওষুধ কোল্ড ড্রিংকসের সাথে মিশিয়ে মেয়েদের যৌন উত্তেজিত করে তাদের সাথে ভাবা পরমাণু কেন্দ্রের পদস্থ বৈজ্ঞানিকরা যৌন সঙ্গম করতেন এবং মুভি ক্যামেরার মাধ্যমে সেই সমস্ত ছবি তুলে রেখে তাদের বারবার সঙ্গম করতেন এবং পিতাবৃত্তির কাজেও ব্যবহার করতেন। যেহেতু ভাবা পরমাণু কেন্দ্রের সাথে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের পোষা হিংস্র জানোয়ার রিসার্চ এন্ড এনালিসিস উইং জড়িত তাই এ ব্যাপারে কোন মেয়েই উচ্চ বাচ্য করতে পারেনা। তৎকালিন কলকাতা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি মামলাটি শুনানীর জন্য বিচারপতি আলতামাস কবিরের কোর্টে প্রেরণ করেন। শ্রী আলতামাস কবির মামলাটি খারিজ করে দেন। এই কারণে যে, কোন মেয়ে যখন থানার গিয়ে কোন অভিযোগ করেনি এই জাতীয় ঘটনার, তখন এই অভিযোগকে জনস্বার্থ মামলা হিসেবে গ্রহণ করা যাচ্ছে না।

মামলা গৃহীত না হলেও যেটুকে জানা গেছে নানান সূত্র ধরে, তাতে একটা ব্যাপার সত্য বলেই মনে হয় যে, সল্টলেকের কিছু পরমাণু বৈজ্ঞানিক কলকাতার একজন প্রখ্যাত গাইনোকলিজিস্টের স্ত্রী এবং জনৈক শ্রীমতি চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় একটা মধুচক্র চালাতেন। এই গাইনোকলিজিস্টের স্ত্রী এক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের রক্ষিতা। এমন সন্দেহ ফেলে দেবার নয় যে এই মধু চক্রের মাধ্যমে বিদেশে গোপন তথ্য পাচার হোতো, বিশেষ করে যখন ভাবা পরমাণু কেন্দ্রের অধিকর্তা বিকাশ সিনহার পাকিস্থান সফর, পরমাণু নিরাপত্তা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিকাশ সিনহাকে পাকিস্থানে যাবার আমন্ত্রন যারা করেছিলেন, পাকিস্থানি পরমাণু বোমার নায়ক আব্দুল কাদির খান তাদের অন্যতম এবং তিনি I. S. I এর বিজ্ঞান উপদেষ্টা। নিরাপত্তার প্রয়োজনে তিনি কোনদিন পাকিস্থান ছেড়ে অন্য দেশ ভ্রমনে যেতে পারবেন না, এমনকি ডাচ স্ত্রীর সংবাদে শ্বশুরবাড়ী হল্যান্ডেও নয়। বিকাশ সিনহার পাকিস্থান সফর নিয়ে সারা সিভিয়ারি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর এসিস্টেন্ট ডিরেক্টার শ্রী উৎপল দত্ত সাফাই গেয়েছিলেন যে "তাতে কি হয়েছে। একজন বৈজ্ঞানিক তো সেমিনার এটেন্ড করতে পাকিস্থানে যেতেই পারে।"

সাইকোট্রনিকের ভালো দিকগুলোও আলোচনা